শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামামৃত-সমুদ্র

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের প্রিয় শিষ্য
শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী পাদের
পুত্র **শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী** বিরচিত

সম্পাদনায়
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
(শ্রীধাম বৃন্দাবন)

বিনম্র নিবেদন

শ্রীগুরুচরণং নত্বা গৌরচন্দ্রং কৃপাময়ম্ ।
শ্রীলাদ্বৈতাদিভক্তানাং চরণেভ্যো নমোনমঃ ।।

সর্বাগ্রে শ্রীগুরুচরণকমলে প্রণাম করিয়া কৃপাময় শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চরণ কমলে প্রণাম করিতেছি অনন্তর শ্রীল অদ্বৈতাদি ভক্তগণের চরণকমলে বারংবার প্রণাম করিতেছি। শ্রীষড়গোস্বামীগণের কৃপায় এই অমূল্য গ্রন্থখানির প্রকাশন সম্ভব হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি **গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের প্রিয় শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী পাদের পুত্র শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী রচনা করিয়াছেন**। এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি শ্রীশ্রীমন্মমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদদিগের নিকট লালসাময়ী প্রার্থনা করিয়াছেন । **"পুনঃ নিবেদিয়ে মুই যে করিনু গ্রন্থন। যে শুনে, শুনায়, তারে দেহ প্রেমধন ।।"** এই বাক্যের দ্বারা বোঝা-যাইতেছে যে গ্রন্থখানির মহিমা কতখানি । নিত্য শ্রীগ্রন্থখানি পাঠ করিলে সাধকদাস কে নিশ্চয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমধন দান করিবেন। এই গ্রন্থখানি অনুশীলন করিয়া সাধকের প্রেমধন প্রাপ্তি হউক ইহাই কামনা করিতেছি।

গ্রন্থ প্রকাশনে ত্রুটি মার্জ্জনে যথাসাধ্য প্রয়াস করা হইয়াছে তথাপি ত্রুটি আদি থাকিলে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। অবশেষে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থখানি শ্রীষড়গোস্বামীগণের করকমলে অর্পণ করিলাম ।

নিবেদক
রঘুনাথ দাস

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামামৃত-সমুদ্র

সংসারাসারবোধপ্রদ মুদসদন শ্রীগুরো প্রেমকন্দ
শ্রীরাধাকৃষ্ণ হে হে প্রবররসময় শ্রীলচৈতন্যচন্দ্র !
শ্রীনিত্যানন্দ কামার্ব্বুদ-মদদমন শ্রীমদদ্বৈতদেব
শ্রীবাসাদি প্রমত্ত-প্রভুপরিকর ভো মাং প্রসীদ প্রসীদ ॥

শ্রীগুরু শ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই।
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈত গোঁসাই ॥ ১
গদাধর শ্রীনিবাস স্বরূপ নরহরি !
পিয়াঅহ গৌর-প্রেমামৃত কৃপা করি ॥ ২
দয়ার সমুদ্র গৌরপ্রিয় হরিদাস !
মোর পাপ চিত্তে কর নামের প্রকাশ ॥ ৩
শচী জগন্নাথ পদ্মাহাড়াই পণ্ডিত।
অবুধ বালকে দয়া এই সে উচিত ॥ ৪
অনুগ্রহ কর শ্রীকুবের নাভা দেবী।
তুয়া পুত্র অদ্বৈত-চরণ যেন সেবি ॥ ৫
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিজগণসনে।
কৃপা কর নদীয়ার বিহার বহু মনে ॥ ৬

বসুধা জাহ্নবা দেবী দয়া কর মোরে।
তোমার নিতাইর লীলা স্ফুরুক আমারে ॥ ৭
এই কর নিত্যানন্দ-সুতা গঙ্গাদেবী।
শ্রীবসুধা-জাহ্নবা সহ সে চরণ সেবি ॥ ৮
দীনে দয়া করহে মাধব রত্নাবতী।
তুয়া পুত্র গদাধর পদে রহু মতি ॥ ৯
মাধবি মালিনি দময়ন্তি হে শ্রীসীতা !
তোমরা বিনে গৌরাঙ্গের কে আছে রক্ষিতা ॥ ১০
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ওহে।
তোমার গৌরাঙ্গ-গুণে মত্ত কর মোহে ॥ ১১
শাঠীর জননী ! শাঠি ! নিবেদি চরণে।
শ্রীগৌর-বিমুখ জন না দেখি স্বপনে ॥ ১২
শ্রীবাসের দাসী দুঃখী সুখী হৈলা তুমি।
করুণা করহ যেন সুখী হই আমি ॥ ১৩
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তি ! ভৃত্য কর তার।
গৌর-পরিকরে তারতম নাহি যার ॥ ১৪
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র ! এই মাত্র চাই।
যে দেখে সকৃৎ গৌর, তার গুণ গাই ॥ ১৫
দাস গদাধর মোরে রাখ সে চরণে।
না ভুলি গৌরাঙ্গ যেন জীবনে মরণে ॥ ১৬
গোবিন্দ গরুড় কবিচন্দ্র কাশীশ্বর !
মো অধমে কর নিজ দাসের কিঙ্কর ॥ ১৭
বিশ্বরূপ শ্রীঅচ্যুত বীরচন্দ্র প্রভু !
দেহ পদ-সেবা যেন না ভুলিয়ে কভু ॥ ১৮
গৌরীদাস নন্দন আচার্য্য বনমালি।
এ দুঃখিরে কর নিজ নাচের কাঙ্গালী ॥ ১৯

বিদ্যানিধি হলায়ুধ শ্রীরঘুনন্দন !
বারেক করহ ধনী দিয়া প্রেমধন ।। ২০
মুরারী গোবিন্দ হে মুকুন্দ বাসুঘোষ ।
চরণে ধরিয়া বলি ক্ষেম মোর দোষ ।। ২১
অনন্ত ঈশ্বর ওহে মাধবেন্দ্র পুরী !
রাধাকৃষ্ণ রসে মত্ত কর কৃপা করি ।। ২২
কেশব ভারতী কৃপা কর এই বার ।
বিশ্বম্ভর বিনে যেন না জানিয়ে আর ।। ২৩
বাসুদেব দত্ত উদ্ধারণ পুরন্দর ।
ত্রাণ কর, ফুকারয়ে এ দীন পামর ।। ২৪
দামোদর শ্রীকর বল্লভ সনাতন !
নিজ গুণে দেহ শুদ্ধ ভকতি-রতন ।। ২৫
গোপীনাথ আচার্য্য নৃসিংহ সিংহেশ্বর !
ঘুচাহ কুবুদ্ধি, হৌক বিশুদ্ধ অন্তর ।। ২৬
ওহে শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ এই বার ।
দয়া কর -মো সম অধম নাহি আর ।। ২৭
ভাগবত মাধব আচার্য্য দয়াময় !
এই কর প্রভুর চরিত্রে মন রয় ।। ২৮
গৌরপ্রিয় প্রাণ ওহে রূপ সনাতন !
দেহ শক্তি করি প্রভুর চরিত্র-বর্ণন ।। ২৯
শ্রীগোপাল ভট্ট ওহে দাস রঘুনাথ !
দন্তে তৃন ধরি কহি কর আত্মসাৎ ।। ৩০
শ্রীজীব সুবুদ্ধিমিশ্র রাঘব কংসারি !
কর যে উচিৎ কিছু বলিতে না পারি ।। ৩১
ওহে গৌরাঙ্গের প্রিয় শ্রীধর ঠাকুর !
লাজ তেজি বলিয়ে দুর্গতি কর দূর ।। ৩২

শ্রীবংশীবদন বক্রেশ্বর শিবানন্দ !
দুঃখ ঘুচাইয়া দেহ বারেক আনন্দ ।। ৩৩
শ্রীমধু পণ্ডিত কাশীমিশ্র গঙ্গাদাস ।
ও পদভরসা মোরে না কর নিরাশ ।। ৩৪
কাশীনাথ হরিভট্ট বসু রামানন্দ ।
দান দেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদদ্বন্দ্ব ।। ৩৫
ওহে কর্ণপূর ! এই বলিয়ে তোমায় ।
নিরন্তর মগ্ন কর গৌরাঙ্গ লীলায় ।। ৩৬
শ্রীকমলাকর পিপ্লাই শুন হে মহেশ ।
মো অসতে ত্রাণি, যশ ঘুষিবে অশেষ ।। ৩৭
ওহে শ্রীকমলাকান্ত নিবেদি নিশ্চয় ।
বৈষ্ণব চরণামৃতে যেন নিষ্ঠা হয় ।। ৩৮
ওহ ঝড়ুদাস ! এই পুনঃ পুনঃ বুলি ।
হৌক্ মোর সর্ব্বস্ব বৈষ্ণব-পদধূলি ।। ৩৯
ওহে কালিদাস ! মোর এই বড় আশ ।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যেন বাড়য়ে বিশ্বাস ।। ৪০
শ্রীজগদানন্দ কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠিধর ।
গৌর-গুণ গাই শক্তি দেহ নিরন্তর ।। ৪১
প্রেমময় শ্রীমীনকেতন রামদাস ।
নিত্যানন্দ গুণে মোর করাহ উল্লাস ।। ৪২
শ্রীকান্ত ! ঘুচাও মোর বিপরীত-জ্ঞান ।
অভিন্ন চৈতন্য নিত্যানন্দ হৌক্ প্রাণ ।। ৪৩
ওহে বিজ্ঞ অনুপাম ! এই কর মেন ।
গৌর-পাদপদ্ম কভু না ছাড়িয়ে যেন ।। ৪৪
ওহে ব্রহ্মানন্দ শ্রীপরমানন্দ পুরী !
ভক্তি-পথে সতত রাখহ চুলে ধরি ।। ৪৫

চাপাল গোপাল রক্ষা কর এ দুর্জনে।
অপরাধ নহে যেন ভকতের স্থানে ॥ ৪৬
জগাই মাধাই দুই ভাই দয়া কর।
অনেক জন্মের পাপ এই বার হর ॥ ৪৭
শ্রীচন্দ্রশেখর রঘুপতি উপাধ্যায়।
এই কর সুসিদ্ধান্ত স্ফুরুক হিয়ায় ॥ ৪৮
ওহে শিখি মাহিতি ! কর মোর হিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-জগন্নাথে রহু প্রীত ॥ ৪৯
শ্রীনাথ তুলসী মিশ্র কালা কৃষ্ণদাস।
মোরে উদ্ধারিয়া কর মহিমা প্রকাশ ॥ ৫০
সারঙ্গ সুন্দরানন্দ গোবিন্দ উদার !
সংসার-যাতনা হইতে করহ নিস্তার ॥ ৫১
ওহে রত্নবাহু ভবানন্দ ধনঞ্জয় !
কাতরে করিলে দয়া মহিমা বাড়য় ॥ ৫২
ওহে বৃন্দাবন ! নারায়ণীর কুমার।
তোমারা থাকিতে কেন এ দশা আমার ॥ ৫৩
উদ্ধারহ যদুনাথ ঠাকুর মুরারি !
বিষয় বিষের জ্বালা সহিতে না পারি ॥ ৫৪
ওহে প্রতাপরুদ্র রাজা মিনতি আমার।
কামক্রোধাদিক দুষ্টে করহ সংহার ॥ ৫৫
শুনহে হিরণ্য চিরঞ্জীব নারায়ণ !
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌর-গুণে রহু মন ॥ ৫৬
এই কর বুদ্ধিমন্ত খান মহামতি।
শ্রীগৌরগোবিন্দ হৌক্ মোর প্রাণপতি ॥ ৫৭
হৃদয়চৈতন্য ! পূর্ণ কর মোর আশ।
গৌর-গুণে কহে যেই, তার হও দাস ॥ ৫৮

এই কর ভবানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি ।
গৌরাঙ্গের যে যে লীলা গাই নিরবধি ॥ ৫৯
ওহে শ্রীপ্রবোধানন্দ ! নিবিধি তোমারে ।
গৌর-গুণেতে বারেক মাতাহ আমারে ॥ ৬০
জগদীশ শ্রীমান্ সঞ্জয় সুদর্শন ।
মোরে কেন ছাড় হইয়া পতিতপাবন ॥ ৬১
দ্বিজ হরিদাস জগন্নাথ বলরাম !
জগত উদ্ধার কর, মোরে কেন বাম ॥ ৬২
গৌরপ্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস !
মোরে দণ্ড করি’ অপরাধ কর নাশ ॥ ৬৩
ওহে অভিরাম ! এই কহিয়ে তোমারে ।
পাষণ্ডী অসুর হৈতে রক্ষা কর মোরে ॥ ৬৪
ওহে রায় রামানন্দ রসের সাগর ।
রসিক ভকত-সঙ্গ দেহ নিরন্তর ॥ ৬৫
ওহে গৌরপ্রিয় শ্রীগোবিন্দ ভক্তিরাশি ।
গৌর-পাদপদ্মসেবা দেহ দিবানিশি ॥ ৬৬
গৌরপাদ-উপাধান ঠাকুর শঙ্কর !
গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মত্ত কর নিরন্তর ॥ ৬৭
প্রিয় শুক্লাম্বর ওহে ! নদীয়া নিবাসী ।
মোরে ঘৃনা করিলে করিবে লোকে হাসি ॥ ৬৮
নিরবধি এই কর ঠাকুর লোচন !
গৌরাঙ্গ-বিহারে যেন ডুবে মোর মন ॥ ৬৯
ওহে দেবানন্দ ! বলি ভূমিতে লোটায়া ।
দেশে দেশে ফিরি যেন গোরাগুণ গাঞা ॥ ৭০
শ্রীপুরুষোত্তম রামদাস ! দেহ এই চাই ।
গৌর গুণে মত্ত হৈয়া নাচিয়া বেড়াই ॥ ৭১

ঠাকুর মুকুন্দ ! এই করিতে জুয়ায় ।
গৌর-গুণ যথা তথা থাকো দীনপ্রায় ॥ ৭২
ওহে শ্রীপরমেশ্বর দাস ! দেহ এই বর ।
গৌরগুণ শুনি যেন কান্দি নিরন্তর ॥ ৭৩
অনন্ত আচার্য্য যদু গাঙ্গুলী মঙ্গল !
ঘুচাহ আমার এ যতেক অমঙ্গল ॥ ৭২
এই কর শ্রীগোপালদাস সুলোচন !
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিতে রহু মন ॥ ৭৫
শ্রীচৈতন্যদাস রামদাস বিষ্ণুদাস !
নবদ্বীপে বৃন্দাবনে দেহ মোরে বাস ॥ ৭৬
ওহে কৃষ্ণানন্দ ! কৃপা কর মো অধমে ।
স্ফুরুক্ গৌরাঙ্গ-লীলা দিবানিশিক্রমে ॥ ৭৭
ওহে শুভানন্দ ! পূর্ণ কর মোর আশ ।
নিশিশেষে দেখি – গৌর-শয়ান বিলাস ॥ ৭৮
শুন সত্যরাজ ! প্রাতে গৌরগণ সনে ।
স্নানাদি ভোজনরঙ্গ দেখি এ নয়নে ॥ ৭৯
ওহে শ্রীকুমুদ ! গৌরের পূর্ব্বাহ্ন-কৌতুকে !
ভক্তগৃহে ভোজনাদি দেখাহ আমাকে ॥ ৮০
দেখাহ বসন্ত ! গৌর মধ্যাহ্ন-কালেতে ।
গণসহ উদ্যানে বিহরে যেনমতে ॥ ৮১
এই কর সুধানিধি কমলনয়ন !
অপরাহ্ন-কালে দেখি নদীয়া-ভ্রমণ ॥ ৮২
ওহে মনোহর ! দেখাও বিশ্বম্ভরে ।
নিজগৃহে সায়াহ্নেতে যেরূপে বিহরে ॥ ৮৩
কৃপা কর সূর্য্যদাস, দেখি গৌরচন্দ্র ।
প্রদোষে শ্রীবাস গৃহে যেরূপ আনন্দ ॥ ৮৪

এই কর রামভদ্র ! শ্রীবাস-অঙ্গনে।
নিশায় মাতিয়ে প্রভু-সহ সঙ্কীর্ত্তনে ।। ৮৫
ওহে গোপীকান্ত মিশ্র ! বলিয়ে তোমায়।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা স্ফুরাহ আমায় ।। ৮৬
রাখহে শ্রীপতি বৃন্দাবিপিন-মাঝার।
দিবানিশিক্রমে দেখি দোঁহার বিহার ।। ৮৭
দেখাহ নিশান্তে সুখ শ্রীমধুসূদন !
নিকুঞ্জে বিলাস, পুন গৃহেতে শয়ন ।। ৮৮
প্রাতঃকালে নবনী ! দেখাহ পঁহু রঙ্গ।
শয্যোত্থান-স্নান-ভোজনাদি গণ-সঙ্গ ।। ৮৯
ওহে কানু ! কৃষ্ণের পূর্ব্বাহ্নে বনগমন !
দেখাহ রাধিকা যৈছে উৎকণ্ঠিত মন ।। ৯০
শ্রীমন্ত ! দেখাহ রাধাকৃষ্ণ সখী-সঙ্গ।
মধ্যাহ্নে মিলন কুণ্ডতীরে নানা রঙ্গ ।। ৯১
দেখাহ নন্দিনী ! রাধা গৃহে গতি স্থিতি।
অপরাহ্নে সখাসহ কৃষ্ণের যে রীতি ।। ৯২
সায়াহ্নে রাধিকা-রীত দেখাহ নন্দন !
যশোদা করয়ে যৈছে কৃষ্ণের লালন ।। ৯৩
যাদব ! দেখাহ দোঁহার গৃহে ব্যবহার।
প্রদোষে নিকুঞ্জে যৈছে মিলন দোঁহার ।। ৯৪
ওহে পীতাম্বর ! নিত্য দেখাহ আমায়।
রাসাদি বিলাস, কুঞ্জে শয়ন নিশায় ।। ৯৫
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ! এই নিবেদন।
গৌরচন্দ্রের গুণগানে রহু মোর মন ।। ৯৬
ওহে গোপীনাথ সিংহ ! এই বর চাই।
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-জন্মতিথি যেন গাই ।। ৯৭

বাণীনাথ পূর’ মোর আশ।
গাঙ শিশুরূপ বিশ্বম্ভরের প্রকাশ ॥ ৯৮
সমর্পহ কাশীনাথ শ্রীচরণে তার।
পিতা-মাতা ধ্বজ-বজ্র-চিহ্ন দেখে যার ॥ ৯৯
দেহ কবি দত্ত ! শক্তি-গাই নিরন্তর।
চোরে কৃপা যেরূপে করিলা বিশ্বম্ভর ॥ ১০০
শ্রীহরি ! গৌরাঙ্গ-রঙ্গ দেখাহ আমারে।
ভুঞ্জয়ে নৈবেদ্য যৈছে শ্রীহরিবাসরে ॥ ১০১
শ্রীতপনমিশ্র ! মোরে রাখ তার পায়।
ক্রন্দন-ছলেতে হরিনাম যে লওয়ায় ॥ ১০২
ওহে জিতামিত্র ! মোর প্রভু হৌক তেঁহো !
লোকবর্জ্জ্য হাণ্ডি-আসনে আনন্দে বৈসে যেঁহো ॥ ১০৩
বল্লভচৈতন্য দাস রাখ তার সনে।
ষষ্ঠী-পূজাদ্রব্য যে খাইল মাতা-স্থানে ॥ ১০৪
শিবানন্দ দন্তর ! রাখহ তার সাথে।
যে মুতিল মুরারির ভোজন-থালিতে ॥ ১০৫
ওহে শ্রীগোপাল ! তারে করাহ স্মরণ।
কুক্কুর-শাবক যেঁহো করিল পালন ॥ ১০৬
ওহে লক্ষ্মীনাথ ! তেঁহো রহু মোর মনে।
মায়ে প্রহারিয়া যেঁহো নারিকেল আনে ॥ ১০৭
ওহে নয়ণ মিশ্র ! মোরে দেহ তার সঙ্গ !
বালিকা সহিত যেঁহো করে নানা রঙ্গ ॥ ১০৮
পতিত দেখিয়া দয়া করহ নন্দাই !
গৌরাঙ্গের অপার চাঞ্চল্য যেন গাই ॥ ১০৯
শ্রীউদ্ধব ! তার পদে রাখ মোর চিত।
অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রে যেঁহো হইলা পণ্ডিত ॥ ১১০

শ্রীরঙ্গ ! দেখাহ মোরে গৌরবিধুমুখ।
শচীমাতা যারে দেখি ভুলে সব দুখ ॥ ১১১
ওহে রঘুনাথ মিশ্র ! গাই যেন তারে।
যে বিদ্যাবিলাসে কাঁপাইল পাষণ্ডিরে ॥ ১১২
জগদীশ ! যোগ্য কর এ রঙ্গ দেখিতে।
পড়ুয়া সহিত জলকেলি জাহ্নবীতে ॥ ১১৩
শ্রীগোবিন্দানন্দ ! মোরে ভৃত্য কর তার।
ভুবনে বিদিত সর্ব্বশাস্ত্রে জয় যার ॥ ১১৪
শ্রীগোবিন্দ দত্ত মোরে সে রঙ্গ দেখাহ।
লক্ষ্মীপ্রিয়া সঙ্গে যৈছে প্রভূর বিবাহ ॥ ১১৫
পুরন্দর পণ্ডিত ! রাখহ তার পাশে।
বঙ্গদেশ ধন্য যেঁহো কৈল বিদ্যারসে ॥ ১১৬
জগন্নাথাচার্য্য ! মোরে দেখাহ সে রঙ্গ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহ যে রূপে গৌর-সঙ্গ ॥ ১১৭
বাণীনাথ বসু ! মোরে কর তার দাস।
বায়ুছলে প্রেমভক্তি যে করে প্রকাশ ॥ ১১৮
রামাই ঈশান ! দেহ সে পদে সোঁপিয়া।
ভ্রমে যে আপনে মহাপণ্ডিত হইয়া ॥ ১১৯
শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য ! মোরে রাখ তার পাশে।
নদীয়ার ভট্টাচার্য্য কাপে যার ত্রাসে ॥ ১২০
শ্রীবৈষ্ণবানন্দ ! রাখ তারে মোর চিতে।
মায়েরে আনন্দ যেঁহো দেন নানা মতে ॥ ১২১
শুনহে পরমেশ্বর দাস ! দয়াময় !
দেখি যেন গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি জয় ॥ ১২২
মাধব পণ্ডিত ! তারে মিলাহ আমায়।
ভক্তে ভাণ্ডিয়া যেঁহো ফিরে নদীয়ায় ॥ ১২৩

শ্রীরত্ন পণ্ডিত ! ভক্তি দেহ তার পায় ।
ঈশ্বর পুরীরে কৃপা যে করে গয়ায় ।। ১২৪
ওহে ধ্রুবানন্দ ! মোর প্রভু হৌক তেঁহো ।
চিনিলেন ভক্ত সব, ব্যক্ত হৈলা যেঁহো ।। ১২৫
ওহে পুষ্পগোপাল দেখাহ মোরে তারে ।
যে বিষ্ণুখট্টায় বৈসে শ্রীবাসের ঘরে ।। ১২৬
দেখাহ করুণা করি শ্রীকণ্ঠাভরণ !
নিত্যানন্দ-সঙ্গে বিশ্বম্ভরের মিলন ।। ১২৭
ভাগবত দাস ! তারে দেখাহ আমায় ।
যাঁরে দেখে ষড়ভুজ শ্রীনিত্যানন্দরায় ।। ১২৮
শ্রীহর্ষ ! করহ মোরে তার অনুচর ।
যাঁর বিশ্ব-অঙ্গ দেখে অদ্বৈত ঈশ্বর ।। ১২৯
ওহে রঘুমিশ্র ! দেহ সে পদযুগল ।
নিত্যানন্দ দিল যারে শ্রীহল মূষল ।। ১৩০
ওহে ভগবানাচার্য্য ! এই যেন গাই ।
যেরূপে পাইল প্রেম জগাই মাধাই ।। ১৩১
রামানন্দ ! দেখাহ যা দেখে শচীমায় ।
শ্যাম-শুক্লরূপ গৌর-নিত্যানন্দরায় ।। ১৩২
ওহে রুদ্র ! গাই যেন মহাপরকাশ ।
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ঐশ্বর্য্য-বিলাস ।। ১৩৩
ভগবান পণ্ডিত ! গাওয়াও অনুক্ষণ ।
নগরে নগরে যৈছে প্রভুর কীর্ত্তন ।। ১৩৪
শ্রীগোপালাচার্য্য ! এই গাই অনিবার ।
কাজির দমন আর কীর্ত্তন-বিহার ।। ১৩৫
দামোদর দাস ! সে চরণে রাখ মোরে ।
যে বরাহ-রূপে তত্ত্ব কহে মুরারিরে ।। ১৩৬

পণ্ডিত জগদানন্দ ! দেহ সে চরণ ।
মুরারির স্কন্ধে যে করিল আরোহণ ।। ১৩৭
ওহে বিষ্ণুদাসাচার্য্য গাই সে চরিত ।
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল খাইতে যার প্রীত ।। ১৩৮
ওহে ভোলানাথ দাস ! রাখ সেই সঙ্গে ।
যেঁহো আম্রফল ভক্ত খাওয়াইল রঙ্গে ।। ১৩৯
বনমালী বিশ্বাস ! দেখাহ রঙ্গ তার ।
ভক্ত-বস্ত্র হরিয়া কৌতুক অতি যার ।। ১৪০
ওহে ভবনাথ কর ! দেহ সে চরণ ।
রুক্মিণীর বেশে নাচি যে পিয়াইল স্তন ।। ১৪১
ওহে গঙ্গামন্ত্রী ! তেঁহো স্ফুরুক অন্তরে ।
যে প্রিয় মুকুন্দে দণ্ড অনুগ্রহ করে ।। ১৪২
অনন্ত দাস ! যশ গাই যেন তার ।
দ্বার দিয়া নিশায় কীর্ত্তন-রঙ্গ যার ।। ১৪৩
দেহ মোরে শক্তি ওহে হাজরা বিষ্ণাই ।
নিত্যানন্দাদ্বৈতের কলহ যেন গাই ।। ১৪৪
হে বিজয় ! প্রাণ হৌক্ সে শচী পরাণ ।
বৈষ্ণবাপরাধ যে করিল সাবধান ।। ১৪৫
কৃপা করি দেহ বাচস্পতি নারায়ণ ।
স্তুতি করি, যে বর পাইল ভক্তগণ ।। ১৪৬
দেখাহ সে রঙ্গ মোরে পণ্ডিত শ্রীমান্ !
হরিদাসে কৃপা, শ্রীধরের জলপান ।। ১৪৭
ভাগবতী দেবানন্দ ! দেখাহ সে রঙ্গ ।
নিশাতে গঙ্গায় জলকেলি ভক্ত-সঙ্গ ।। ১৪৮
বিজয় পণ্ডিত ! মোর প্রাণ হৌক্ সে ।
অদ্বৈতে করিয়া দণ্ড লজ্জা পায় যে ।। ১৪৯

দেখাওহ রঙ্গবাটি শ্রীচৈতন্য দাস !
অদ্বৈতের ঘরে যৈছে ভোজন-বিলাস ।। ১৫০
আমারে জানাহ কৃপা করিয়া কংসারি !
রাম কৃষ্ণ যে দুই প্রভু জানিলা মুরারি ।। ১৫১
শ্রীআচার্য্যরত্ন ! মোরে কৃপা করু সে ।
মৃতপুত্র মুখে তত্ত্ব বাখানয়ে যে ।। ১৫২
ওহে জগন্নাথ তীর্থ ! তার গুণ গাই !
যে পড়ে’ গঙ্গায় ক্রোধে, ধরিলা নিতাই ।। ১৫৩
মুরারি মাহিতি ! গুণ গাই যেন তার ।
নারায়ণী-অবশেষ-পাত্র হইল যার ।। ১৫৪
মুরারি পণ্ডিত ! কৃপা করহ আমায় ।
অশেষ গৌরাঙ্গ লীলা দেখি নদীয়ায় ।। ১৫৫
শ্রীঅনন্তাচার্য্য ! চিত্তে চিন্তি এই আশ ।
বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরচন্দ্রের বিলাস ।। ১৫৬
অনুগ্রহ করি’ এই কর কলানিধি !
নদীয়া-বিহার সুখে গাই নিরবধি ।। ১৫৭
শ্রীহস্তিগোপাল ! রঙ্গ দেখাহ তাহার ।
শ্যামরূপ অন্তরে, বাহিরে গৌর যার ।। ১৫৮
অকিঞ্চন দাস ! কৃপা করহ অশেষ ।
দেখি যেন শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ ।। ১৫৯
“প্রেমী কৃষ্ণদাস ! সপর্পহ তার পায় ।
যে রাধিকাপ্রেমে ভাসি জগত ভাষায় ।। ১৬০
দেখাহ মাধব পট্টনায়ক ! তাহারে ।
যে রাধিকা-ঋণ কভু শোধিতে না পারে ।। ১৬১
শ্রীসুগ্রীব মিশ্র তারে দেহ’ সমর্পিয়া ।
যার গৌর বর্ণ রাধা-মাধুরী ভাবিয়া ।। ১৬২

অনুভবানন্দ ! কৃপা করহ আপনি ।
গাই যেন গৌর অবতার-শিরোমণি ।। ১৬৩
বাসুদেব তীর্থ ! মনে রহু সে চরিত ।
জীবে কৃপা লাগি যার বেশ বিপরীত ।। ১৬৪
দেখাহ মুরারি বিপ্র ! গৌরাঙ্গ বিলাস ।
দক্ষিণাদি ভ্রমি' বৃন্দাবন-ক্ষেত্র বাস ।। ১৬৫
এই কর' কূর্মবাসী শ্রীকূর্ম ঠাকুর ।
দক্ষিণ ভ্রমণ-লীলা গাইয়ে প্রভুর ।। ১৬৬
তুলসী পড়িছ ! মগ্ন কর সে লীলায় ।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার অন্ত নাহি পায় ।। ১৬৭
রামানন্দ মঙ্গরাজ, কানাই খুঁটীয়া !
ধন্য কর, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিয়া ।। ১৬৮
জগন্নাথ পড়িছা ! এ মিনতি আমার ।
ভাসি যেন গৌর-লীলা-সমুদ্র-মাঝার ।। ১৬৯
এই গাই শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র ।
গৌরচন্দ্র নদীয়া না ছাড়ে তিলমাত্র ।। ১৭০
জগন্নাথ মাহাতি ! সে স্থানে রহু আশ ।
যথা যথা গৌরভক্তগণের বিলাস ।। ১৭১
কাশীনাথ মাহাতি ! জুড়াহ মোর আঁখি ।
যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি যায় গৌরময় দেখি ।। ১৭২
ওহে রামচন্দ্র কবিরাজ ! করো' হিত ।
নিরন্তর গাই যেন কৃষ্ণের চরিত ।। ১৭৩
এই কর জগন্নাথ কর ! প্রেমরাশি ।
কৃষ্ণ জন্ম-উৎসব গাইয়া সুখে ভাসি ।। ১৭৪
চক্রপাণি আচার্য্য ! সে পদে দেহ রতি ।
যেঁহো সে পূতনা বধি', দিল মাতৃগতি ।। ১৭৫

কামদেব ! দেহ মোরে সে পদে সোঁপিয়া ।
শকট ভাঙ্গিল যেঁহো শয়নে থাকিয়া ॥ ১৭৬
রাখহ চৈতন্যদাস ! তার ভক্ত-সঙ্গ ।
তৃণাবর্ত্ত বধি' যে করিল নানারঙ্গ ॥ ১৭৭
শুনহে জাঙ্গলি ! এই গাই অনুক্ষণ ।
জননী বান্ধয়ে কৃষ্ণে-হাসে গোপীগণ ॥ ১৭৮
দুর্লভ বিশ্বাস ! মোরে সুখী করু' সে ।
দামবন্ধে থাকি' দুই বৃক্ষে ভাঙ্গে যে ॥ ১৭৯
ওহে শ্যামদাসাচার্য্য ! স্ফুরাহ আমারে ।
ধান্য দিয়া ফল কৃষ্ণ কিনে যে প্রকারে ॥ ১৮০
ওহে জ্ঞানদাস ! এই গাই নিরন্তর ।
কৃষ্ণের অশেষ চাঞ্চল্য মনোহর ॥ ১৮১
লোকনাথ, রাজেন্দ্র ! তোমারে এই চাই ।
বক-বৎস-অঘাসুর-বধ যেন গাই ॥ ১৮২
ওহে জনার্দ্দন দাস ! ঘুচাও মনের দুঃখ ।
ধেনুক-প্রলম্ব-বধ শুনি পাই সুখ ॥ ১৮৩
দেখাহ আমারে ওহে শ্রীহরিচরণ !
গোপ-পরিত্রাণ, দাবাগ্নি-কালিয়দমন ॥ ১৮৪
ওহে কামা ভট্ট ! গাই নন্দের মোক্ষণ ।
ব্রতি-কন্যা-প্রিয়-চীরগণহরণ ॥ ১৮৫
নারায়ণদাস ! মোর স্ফুরাহ অন্তরে ।
যজ্ঞপত্নীগণ যৈছে ভেটিল কৃষ্ণেরে ॥ ১৮৬
ওহে রাম সেন ! সঙ্গী করহ তাহার ।
গোবর্ধন ধরি' সুখ বাড়িল যাহার ॥ ১৮৭
দেবানন্দ দাস ! মোরে রাখ তার পাশে ।
ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ যে করিল অনায়াসে ॥ ১৮৮

হরিহরানন্দ ! মোরে করাহ দর্শন।
গোবিন্দাভিষেক যৈছে কৈল দেবগণ ॥ ১৮৯
শ্রীমান্ ঠক্কুর ! তারে দেখাহ আমারে।
যে বনভোজন-ছলে মোহিল ব্রহ্মারে ॥ ১৯০
রাখহ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ! তার সনে।
মহারাস লীলা যে করিল বৃন্দাবনে ॥ ১৯১
শ্রীহোড় গোপাল ! মোর প্রভু হৌক্ সে।
শঙ্খচূড়-অরিষ্ট-কেশিরে বধে যে ॥ ১৯২
নর্ত্তক গোপাল ! তৃপ্ত কর' মোর আঁখি।
সখীসহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা দেখি ॥ ১৯৩
ওহে বাণীনাথ পট্টনায়ক ! প্রবীণ।
গাই যেন ব্রজলীলা যে নিত্য নবীন ॥ ১৯৪
শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থ ! এই নিবেদন।
মথুরা দ্বারকাদি লীলায় রহু মন ॥ ১৯৫
চিদানন্দ ! করুণা করহ, কৃষ্ণ পাই।
ব্রজ না ছাড়েন কভু, এই যেন গাই ॥ ১৯৬
উপেন্দ্র আশ্রম ! মোরে রাখ তার পাশে।
পিতা মাতা সখা সখী সবে যে সন্তোষে ॥ ১৯৭
শ্রীআনন্দ পুরী ! প্রাণনাথ হৌক সে।
নিরন্তর বৃন্দাবনে বিলসয়ে যে ॥ ১৯৮
শ্রীবদনানন্দ হে ! আনন্দ দেহ দান।
বহির্ম্মুখ জনের জ্বালায় জ্বলে প্রাণ ॥ ১৯৯
ভাস্কর ঠাকুর ! এই করহ নির্দ্ধার।
কৃষ্ণে যে বিমুখ, মুখ না দেখিয়ে তার ॥ ২০০
শ্রীগোবিন্দ পূজারী, চৈতন্যদাস ওহে !
কৃষ্ণনাম লয়ে যে সে সঙ্গী করু মোহে ॥ ২০১

পূজারি গোঁসাই দাস ! করাহ দর্শন ।
শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন ।। ২০২
গোঁসাই গোবিন্দ ! কহি চরণে ধরিয়া ।
শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে দেহ সমর্পিয়া ।। ২০৩
গৌরীদাস প্রিয় মিতু শ্রীচান্দ হালদার ।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ-সঙ্গ ঘুচাহ আমার ।। ২০৪
ওহে রঘুনাথ ! মুই কাটো তার মাথা ।
যে না মানে কৃষ্ণের বিগ্রহ, কৃষ্ণকথা ।। ২০৫
রত্নাকর ! তারে মুই করোঁ খণ্ড খণ্ড ।
গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি করে যে পাষণ্ড ।। ২০৬
এই নিবেদিয়ে সত্যানন্দ হে ভারতী ।
গৌরকৃষ্ণ-দ্বেষির মস্তকে মারোঁ লাথি ।। ২০৭
ওহে কাশীবাসী শ্রীশেখর দ্বিজরাজ ।
যে প্রভু' নিন্দয়ে, তার মুণ্ডে পড়ু' বাজ ।। ২০৮
রঘুনাথ পুরী ! কুম্ভীপাকে পড়ু, সে ।
গৌরকৃষ্ণ-লীলায় কুতর্ক করে যে ॥ ।। ২০৯
ওহে রামতীর্থ ! এই বিজ্ঞপ্তি আমার ।
গৌরকৃষ্ণে রতি যেন হয় সবাকার ।। ২১০
দামোদর পুরী' কৃপা করহ বিদিত ।
প্রভু-সম প্রভুর শ্রীধামে হৌক্ প্রীত ।। ২১১
রাঘব পুরী হে ! তার হৌক্ সর্বনাশ ।
নবদ্বীপ-ভূমে যার নাহিক বিশ্বাস ।। ২১২
হে নৃসিংহ পুরী ! সে যাইক ছারেখারে ।
বৃন্দাবন-ভূমে প্রীত যে জনা না করে ।। ২১৩
এই কর গৌর-প্রিয় তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ।
নবদ্বীপে গণসহ দেখি বৃন্দাবন ।। ২১৪

মাধবেন্দ্র-শিষ্য গৌর প্রিয় দ্বিজবর।
মথুরা-মণ্ডলে বাস দেহ নিরন্তর ।। ২১৫
সহিতে না পারি, শক্তি দেহ বিপ্রদাস !
বিমত আচরে যে, তাহার করোঁ নাশ ।। ২১৬
নৃসিংহচৈতন্য দাস ! এই নিবেদিয়ে।
সঙ্কীর্ত্তন-দ্বেষি-পাষণ্ডীরে সংহারিয়ে ।। ২১৭
হে লঘুকেশব ! অগ্নি জ্বলো তার মুখে।
দারু-শিলা-স্বর্ণাদি শ্রীমূর্ত্তি যে না দেখে ।। ২১৮
ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ ! করি এ নিবেদন।
অনন্ত শ্রবণে শুনি প্রভুর বর্ণন ।। ২১৯
কবিরাজ মিশ্র ! কবি বর্ণিবেক যাহা।
পুনঃ পুনঃ জন্ম লৈয়া শুনি যেন তাহা ।। ২২০
শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী ! এই চাই।
দোষ ছাড়ি বৈষ্ণবের গুণ যেন গাই ।। ২২১
ওহে মহানন্দ ! মুখ না দেখাহ তার।
বৈষ্ণবেতে জাতি বুদ্ধি করয়ে যে ছার ।। ২২২
শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ ! কর এই হিত।
হবে যে বৈষ্ণব, তার পদে রহু চিত ।। ২২৩
শ্রীরাজীব ! তার সঙ্গ ঘুচাহ তুরিতে।
যে পাপীর জল-বুদ্ধি শ্রীচরণামৃতে ।। ২২১
বড়ু জগন্নাথ ! দণ্ড করাহ তৎকাল।
গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করে যে চণ্ডাল ।। ২২৫
ভাতুয়া গোপাল হে ! করাহ তারে নষ্ট।
গুরু-পদে রতি খর্ব্ব করায় যে দুষ্ট ।। ২২৬
গীতাপাঠী বিপ্র ! কৃপা কর এ মূর্খেরে।
ভক্তিগ্রন্থ-পাঠে নিষ্ঠায় দেখি সে প্রভুরে ।। ২২৭

বাসুদেব বিপ্র ! দেহ-দর্প কর দূর ।
ঘৃণা নহু, জীবে দয়া হউক প্রচুর ।। ২২৮
শ্রীপ্রবোধানন্দ জ্যেষ্ঠ ত্রিমল্ল, বেঙ্কট !
কৃপা কর মোরে, মুই বিষয়-লম্পট ।। ২২৯
ওহে শ্রীপুরুষোত্তম গালিম ! বিখ্যাত ।
মো অধমে বারেক করহ দৃষ্টিপাত ।। ২৩০
ওহে নীলাম্বর ! এই নিবেদি চরণে ।
বৈষ্ণবের নিন্দা যেন না শুনি শ্রবণে ।। ২৩১
ওহে বৈদ্য কৃষ্ণদাস ! করুণানিধান ।
পরনিন্দা রত মুই, মোরে কর ত্রাণ ।। ২৩২
ওহে রাঢ়দেশী কৃষ্ণদাস ! সুখময় ।
পরনিন্দুকের সঙ্গ ঘুচাহ নিশ্চয় ।। ২৩৩
বিষ্ণুপুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী ! মহাধীর ।
কৃপা করি শোধ' মোর এ পাপ শরীর ।। ২৩৪
ওহে শ্রীজানকীনাথ বিপ্র ! দেহ বর ।
ঘুচুক কুতর্ক, শঠ কপট অন্তর ।। ২৩৫
ওহে বৈদ্য রঘুনাথ ! এ যশ তোমার ।
কামক্রোধাদিক রোগ ঘুচাহ আমার ।। ২৩৬
ওহে শ্রীভারতী ব্রহ্মানন্দ ! এই চাই ।
নির্মৎসর হৈয়া যেন গোরা-গুণ গাই ।। ২৩৭
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ! নিবেদি চরণে ।
বিষয়ির মুখ যেন না দেখি স্বপনে ।। ২৩৮
শ্রীপরমানন্দ উপাধ্যায় ! কহি ওহে ।
বিষয়ী অসৎ যেন নাহি পশে মোহে ।। ২৩৯
শ্রীহৃদয়ানন্দ ! এই কর সুনিশ্চয় ।
বিষয়ির সঙ্গে সঙ্গ যেন নাহি হয় ।। ২৪০

শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী ! এই নিবেদন ।
বিষয়ির অন্ন যেন না করি ভক্ষণ ।। ২৪১
ওহে সাদিপুরিয়া গোপাল ! কর দণ্ড ।
ঘুচাহ আমার এই অন্তর-পাষণ্ড ।। ২৪২
রক্ষা কর নারায়ণ ! বলিয়ে তোমারে ।
যোষিৎ রাক্ষসী গ্রাস করিল আমারে ।। ২৪৩
কৃপা কর পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ।
করিনু কুক্রিয়া বহু, কহিতে না পারি ।। ২৪৪
শুনহে গোকুল ! কাম মোহিল আমায় ।
নারী পদাঘাত সদা খাই খরপ্রায় ।। ২৪৫
এই কর শ্রীপরমানন্দ অবধূত ।
মোরে যেন প্রহার না করে যমদূত ।। ২৪৬
লোকনাথ পণ্ডিত ! ঘুচাহ এ কুরীত ।
ক্রোধে বশ হই সদা, করো বিপরীত ।। ২৪৭
শ্রীহরিচন্দন ! এই মিনতি আমার ।
কখনো না করে যেন ক্রোধে অধিকার ।। ২৪৮
ভাগবতাচার্য্য ! কৃপা কর, জানি মর্ম ।
লোভাক্রান্ত হৈয়া ছাড়িনু নিজ ধর্ম ।। ২৪৯
ওহে কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ মহাশয় !
মোর কর্ম্মবন্ধ দৃঢ় কাটহ নিশ্চয় ।। ২৫০
শ্রীবল্লভ ভট্ট ! দণ্ড করহ আপুনি ।
অহঙ্কারে মত্ত মুই, আপনা না চিনি ।। ২৫১
শ্রীনকড়ি দাস ! কত কর বিপরীত ।
মো' হেন ভণ্ডেরে দণ্ড করিতে উচিত ।। ২৫২
রামচন্দ্র পুরী ! এই করহ সর্বথা ।
শ্রদ্ধাহীন জনে না কহিয়ে কৃষ্ণকথা ।। ২৫৩

ওহে শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য ! এই মাত্র চাই ।
অপ্রসাদি দ্রব্য যেন ভুলিয়া না খাই ।। ২৫৪
ওহে সনাতন দাস ! এ বর মাগিয়ে ।
কর্ম্মান্ন বিষয়-বিষ যেন না ভুঞ্জিয়ে ।। ২৫৫
নিত্যানন্দ প্রিয় হে পরমেশ্বর দাস !
মোরে না লাগুক জ্ঞান-কর্ম্মের বাতাস ।। ২৫৬
কৃপা করি এই কর ঠাকুর নন্দন !
সদা যেন ভক্তি-অঙ্গ করিয়ে যাজন ।। ২৫৭
সদাশিব কবিরাজ ! মোর বাক্য ধর ।
প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দিয়ে'-এই কর ।। ২৫৮
এই কর শ্রীমকরধ্বজ ! দয়াবান ।
কায়মনোবাক্যে করি সভায় সম্মান ।। ২৫৯
ওহে যোগেশ্বর ! এই বলিয়ে নির্দ্ধার ।
প্রাণ দিয়া করি যেন পর উপকার ।। ২৬০
শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত ! শুন মোর বাণী ।
স্তুতি নিন্দা দুঃখ সুখ তুল্য যেন জানি ।। ২৬১
ওহে শুভানন্দ বিপ্র ! নিবেদি তোমায় ।
পর-তিরস্কার যেন সহি' তরুপ্রায় ।। ২৬২
শ্রীচন্দনেশ্বর ! কৃপা করহ প্রচার ।
অন্যদেবে রতি যেন না হয় আমার ।। ২৬৩
ওহে বিশ্বেশ্বরাচার্য্য ! মোরে কর রক্ষা ।
যেন না ভুলিয়া কভু করি মুখাপেক্ষা ।। ২৬৪
এই চাই বিদ্যাবাচস্পতি মহাভাগ !
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-দ্বেষির সঙ্গত্যাগ ।। ২৬৫
শিশু কৃষ্ণদাস ! কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।
রক্ষা কর এ বার-করিনু দুষ্ট কাজ ।। ২৬৬

ওহে শ্রীঅনন্ত ! এই করুণা করহ ।
গৌর-নিত্যানন্দ গুণ গাই গণ সহ ॥ ২৬৭
ওহে রঘুনাথ-প্রিয় শ্রীবিঠ্ঠলনাথ ।
গোবিন্দ হে ! দেহ বাস গৌরগণ-সাথ ॥ ২৬৮
রাঘব গোঁসাই ! রাধাকুণ্ড-সেবা দিয়া ।
রাখহ নিকটে, মুই নিপট দুখিয়া ॥ ২৬৯
ওহে শ্রীনিবাস ! নরোত্তম ! শ্যামানন্দ !
গণ-সহ কর কৃপা মুই অতি মন্দ ॥ ২৭০
শ্রীজীব গোস্বামী-প্রিয় ভট্ট গদাধর !
স্ফুরাহ শ্রীভাগবত-অর্থ মনোহর ॥ ২৭১
শ্রীবিজুলি খান ! নিজ সঙ্গিগণ-সনে ।
কৃপা কর, বৈরাগ্য জন্মুক মোর মনে ॥ ২৭২
ওহে গৌরপ্রিয় গোপ ! তাহা চাই আমি ।
গোরস পিয়াই যে রতন পাইলে তুমি ॥ ২৭৩
কি নারী পুরুষ যত নদীয়া-নিবাসী ।
কৃপা কর, পাই যেন নদীয়ার শশী ॥ ২৭৪
ওহে ব্রজবাসিগণ ! এই নিবেদিয়ে ।
সখী-সহ যেন রাধাগোবিন্দ পাইয়ে ॥ ২৭৫
ওহে নবদ্বীপ-অনুগত যত জন ।
কৃপা কর নদীয়া ধিয়াই অনুক্ষণ ॥ ২৭৬
এই কর'-বৃন্দাবন-অনুগত যত !
বৃন্দাবন-ধ্যান যেন করি অবিরত ॥ ২৭৭
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ ! প্রার্থনা করিয়ে ।
যেন এই নামামৃত সমুদ্রে ভাসিয়ে ॥ ২৭৮
পুনঃ নিবেদিয়ে মুই যে করিনু গ্রন্থন ।
যে শুনে, শুনায়, তারে দেহ প্রেমধন ॥ ২৭৯

মোরে অজ্ঞ দেখি সবে হইবে সন্তোষ।
আগে পাছে নাম ইথে না লইহ দোষ ॥ ২৮০
সবে মোর প্রভু-মুই সবাকার দাস।
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ ॥ ২৮১
আর কি বলিব-গৌর প্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহো নাহি আর ॥ ২৮২

ইতি শ্রীশ্রীমন্নামামৃত-সমুদ্র সম্পূর্ণ ॥

শ্রীষড়গোস্বামীভ্যঃসমর্পণমস্তু ॥

ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দং তুভ্যমেব সমর্পয়ে।
তেন ত্বদংঘ্রিকমলে রতিং মে যচ্ছ শাশ্বতিম্ ॥

শ্রীশ্রীউপদেশামৃতম্

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

যে ধীর ব্যক্তি নিজ হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্তে নিজ বাণীর বেগকে,মনের বেগকে, ক্রোধের বেগকে, জিহ্বার বেগকে, উদরের বেগকে এবং উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) বেগকে সহ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিতে পারেন অর্থাৎ সকলেই এইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শিষ্য হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ
জনসঙ্গঞ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

এই শ্লোকে ভক্তিরপ্রতিকূলতা-কারক দোষ বর্ণিত হইয়াছে, যথা অধিক আহার , অধিক পরিশ্রম, বৃথা আলাপ, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ এবং লৌল্য (জাগতিক বিষয়ে লোভ) এই ছয় দোষে ভক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্মপ্রবর্ত্তনাৎ ।
সঙ্গত্যাগ্যাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৩ ॥

ভক্তিবর্ধক নিয়মে উৎসাহ, শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুকূল গুরুদেবের বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, বহু বিঘ্ন আসিলেও ভক্তিসাধনে ধৈর্য্য রাখা, ভক্তি-বিরাধী, নাস্তিক কৃষ্ণবহির্মুখ এবং ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তির সঙ্গ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, বৈষ্ণব-সদাচার ও সৎবৃত্তি, ভগবদ্ভক্তের প্রদর্শিত মার্গ গ্রহণ করা, এই ছয়প্রকার সাধনদ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ।।৪

বিশুদ্ধ ভক্তকে তাহার সেবানুরূপ দান এবং বিশুদ্ধ ভক্তদ্বারা প্রদত্ত

প্রসাদী বস্তু গ্রহণ করা, ভজন-সম্বন্ধীয় নিজ গুপ্তরহস্যের কথা ভক্তের নিকট বলা ও জিজ্ঞাসা করা এবং ভক্তের দ্বারা প্রদত্ত প্রসাদ প্রেমপূর্ব্বক ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রেমপূর্বক ভোজন করানো এই ছয় প্রকার সাধুপ্রীতির লক্ষণ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৫ ॥

যাঁহার জিহ্বায় সর্ব্বদা কৃষ্ণনামাদি উচ্চারিত হইয়া থাকে , তাহাকে ভগবদ্ভক্ত মনে মনে আদর করিবে। সৎগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এবং কৃষ্ণভজনাভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া যিনি ভজনপর সেই ব্যক্তিকে দণ্ডবতাদির দ্বারা আদর করা কর্ত্তব্য এবং যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে ভজন-তত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত হওয়ায় সদৈব পরনিন্দাশুন্য এই প্রকার শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সৎসঙ্গলাভের জন্য যত্ন ও তাহার প্রেমপূর্বক সেবা করা কর্তব্য। এই সকল প্রীতির লক্ষণ ॥ ৫ ॥

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈ–
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্ধুদফেনপঙ্কৈ
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥ ৬ ॥

ভক্তের কোন প্রকার শারিরীক দোষ তথা রুক্ষ ব্যবহারাদি দেখিয়া তাহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করা অনুচিত । কেননা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সমগ্র দুর্জাতিত্বাদি দোষকে সমূলে ধ্বংস করিয়া থাকে । গঙ্গাদি জলে উৎপন্ন জলের স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপ বুদ্‌বুদ, ফেণা এবং কর্দম আদির সম্বন্ধ হইতে গঙ্গাজলের ব্রহ্ম-দ্রবত্বগুণ কখনও দূরীভূত হয় না। সেই প্রকার দেহধর্ম ও জাতিধর্ম দ্বারা বৈষ্ণবদিগের বৈষ্ণবত্ব লোপ হয় না। সেহেতু ভক্তজনের বাহ্য বপুরাদিতে দোষদৃষ্টি করা অনুচিত ॥ ৬ ॥

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥

যে প্রকার স্বাদিষ্ট মিষ্ট মিশ্রি অবিদ্যারূপ উগ্রপিত্তের দ্বারা সন্তপ্ত জিহ্বাযুক্ত ব্যক্তির তাহা মিষ্ট অনুভব না হইয়া তিক্ত অনুভব হইয়া থাকে , পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের মিশ্রিস্বরূপ নাম এবং চরিত্র ইত্যাদির আদরপূর্বক নিয়মিত পরিসেবন করিতে করিতে ক্রমশঃ মিষ্ট হইয়া সেই অবিদ্য রূপ পিত্তরোগের বিনাশ হইয়া যায় ও নামরস আস্বাদিত হইতে থাকে ॥ ৭ ॥

তন্নামরূপচরিতাদিসঙ্কীর্ত্তনানু
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥ ৮ ॥

ভক্তমাত্রের কর্তব্য ইহাই যে, সে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির সুষ্ঠু কীর্ত্তন এবং স্মরণে তাঁহার নিজ জিহ্বা এবং মনকে ক্রমশঃ নিযুক্ত করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে অবস্থান করতঃ শ্রীকৃষ্ণানুরাগি জনের অনুগামী হইয়া নিজ সমস্ত সময় ব্যতীত করিবে, ইহাই সমগ্র উপদেশের সার ॥ ৮ ॥

বৈকুণ্ঠাজ্জনিত বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥ ৯ ॥

অন্যলাকে হইতে শ্রীবৈকুন্ঠলোক শ্রেষ্ঠ, অজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মহেতু শ্রীমধুপুরী (মথুরা) শ্রেষ্ঠ, শ্রীমথুরামণ্ডলের মধ্যে নিত্য রাসোৎসবের জন্য শ্রীমথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের গোবিহারাদিস্থলী হেতু অথবা শ্রীকৃষ্ণের করকমলে ক্রীড়া করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে

শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, এই শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃত-প্লাবন ক্ষেত্রহেতু শ্রীরাধাকুণ্ডশ্রেষ্ঠ, অতএব শ্রীগোবর্দ্ধন তটে শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ বিবেকী ব্যক্তি করিবে না ? অর্থাৎ সকলেরই সেবা করা উচিত ॥ ৯ ॥

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমা ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতিঃ ॥ ১০ ॥

স্বেচ্ছাচার-বিষয়াসক্ত জীব অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মিগণ এবং সেই সকল কর্ম্মিগণ অপেক্ষা বাসনামুক্ত জ্ঞানীজন , জ্ঞানীদের অপেক্ষা জ্ঞানপ্রয়াস ত্যাগী কেবলা ভক্তিপর ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ । এই প্রকারের ভক্তজন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় । সর্ব্বপ্রকার ভক্তদিগের মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্তজন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, ঐ সমস্ত ভক্ত অপেক্ষা প্রেমাতুরা পদ্মনয়নী ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, ঐ সকল গোপীদের অপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় তদ্রূপ শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়, অতএব কোন ব্যক্তি শ্রীরাধাকুণ্ডের আশ্রয়গ্রহণ করেন না ? অর্থাৎ আশ্রয় লওয়া উচিত ॥ ১০॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি ।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রিয়তমা গোপীদিগের অপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ প্রিয়তমা তদ্রূপ রাধাকুণ্ডও শ্রীহরির অতিশয় প্রিয় । অন্যান্য সাধক ভক্তদিগের কথা কি বলিব মুনিগণ বলিয়াছেন, যে ভগবৎ- সম্বন্ধীয় প্রেমী ভক্তের জন্যও গোপীপ্রেম অত্যন্ত দুর্লভ, সেই গোপীপ্রেম শ্রীরাধাকুণ্ডে একবারমাত্র স্নানকারীর হৃদয়ে স্বতঃই প্রকটিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বিরচিতং শ্রীউপদেশামৃতং সম্পূর্ণম্

শাস্ত্রীজীর সম্পাদনায় গৌড়ীয় ভক্তি প্রচার সংঘ (প্যাগড) কতৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ-

1. শ্রীশ্রীনামামৃত সমুদ্র
2. শ্রীচৈতন্যশতকম/শ্রীসার্ব্বভৌমশতকম্
3. শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্,শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকা সহিত
4. শ্রীঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী
5. শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুম
6. শ্রীসিদ্ধস্বরূপ এবং সেবা
7.শ্রীঅপ্রাকৃত জগতে ভাগবত সেবা
8. শ্রীভগবন্নামকৌমুদী
9. শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন মহিমা
10. শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন
11. শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী
12. শ্রীসনৎকুমার সংহিতা
13. শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধুবিন্দু
14. শ্রীরাধারস সুধানিধী
15. মন্ত্রার্থ দিপীকা
16. বৃহৎস্তবাবলী সংগ্রহ
17. শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকৃত টীকা সহিত
18. শ্রীনরহরি সরকার কৃত শ্রীশ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্
19. শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব (শ্রীদশম চরিতম্)
20. শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীভগবান, ভক্ত এবং ভক্তি প্রসঙ্গ)
21. ভক্তিসার সমুচ্চয়
22. প্রবন্ধাবলী
23. শ্রীগোপাল বিরুদাবলী
24. শ্রীসিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়
25.শ্রীব্রজবিহার কাব্য
26. শ্রীবৈষ্ণব বিবৃতি
27. শ্রীচৈতন্য কথা
28. শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চা
29.শ্রীক্ষণদা চিন্তামণি